প্রথম আলো

তারিখ 07 APR 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

আন্দোলন দমাতে ছাত্রীদেরকে হুমকি!

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সায়াদ ইবনে মোমতাজের হত্যাকারীদের নাম প্রকাশ, তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা, আজীবন বহিষ্কার ও সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে ছয় দিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া ছাত্রীদের হুমকি ও বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলনের সামনে রয়েছেন ছাত্রীরা।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হত্যা

গত শনিবার শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে শরিক হয়ে উপাচার্য মো. রফিকুল হক মঙ্গলবার রাতের মধ্যে তাঁদের দাবি পূরণের আশ্বাস দিলেও গতকাল রোববারও ক্যাম্পাস ছিল বিক্ষোভ-মিছিল ও সমাবেশে উত্তাল। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনও অব্যাহত রয়েছে।

গতকাল বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্মারক বিজয় '৭১-এর পাদদেশে সমবেত হন সহস্রাধিক শিক্ষার্থী। সমাবেশে ছাত্রীরা অভিযোগ করেন, স্বতঃস্ফূর্ত এ আন্দোলনকে দমানোর অপচেষ্টায় তাঁদের কয়েক দিন ধরেই ছাত্রলীগের তরফে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এখন হল প্রশাসনও এতে বাধা দিচ্ছে।

ছাত্রীরা অভিযোগ করেন, সর্বশেষ শনিবার রাতে ছাত্রলীগের কর্মী শামীমা নাসরিন তাপসী রাবেয়া হলের কনিষ্ঠ ছাত্রীদের আন্দোলন করতে নিষেধ করেন। তিনি ভেটেরিনারি শিক্ষার্থীদের ব্যানারে আলাদা আন্দোলন শুরু করতে নতুবা বাড়ি চলে যেতে নির্দেশ দেন।

তবে শামীমা নাসরিন নিজেকে ছাত্রলীগের কর্মী নন দাবি করে বলেন, আমি ভেটেরিনারি অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি হওয়ায় ভেটেরিনারি অনুষদের ছাত্রীদের কোনো স্বার্থান্বেষী আন্দোলনে না গিয়ে এ অনুষদের ব্যানারে আন্দোলন করতে বলেছি।'

ছাত্রীরা আরও অভিযোগ করেন, হুমকির পর তাঁরা এ বিষয় ও পরবর্তী কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করতে রাত সাড়ে ১০টায় ওই হলের অতিথিকক্ষে সমবেত হন। শামীমা বিষয়টি হল প্রভোস্টকে জানিয়ে দেন। পরে প্রভোস্টের নির্দেশে হলের হাউস টিউটর এসে তাঁদের উঠিয়ে দিয়ে কক্ষটিতে তালা ঝুলিয়ে দেন।

প্রভোস্ট আবদুল মোমেন মিয়া *প্রথম আলোকে* বলেন, 'অনেক রাত হওয়ায় ছাত্রীদের অতিথিকক্ষ থেকে চলে যেতে বলেছি। ছাত্রীরা অস্বীকৃতি জানালে অতিথিকক্ষে তালা দেওয়া হয়। পরে তালা খুলে দেওয়া হয়েছে।'

সমাবেশ শেষে গতকাল দুপুর সোয়া ১২টায় বিক্ষোভ মিছিল করেন শিক্ষার্থীরা। মিছিলে শিক্ষকেরাও যোগ দেন। মিছিলটি বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করে বিজয় '৭১-এর সামনে এসে শেষ হয়। পরে শিক্ষার্থীরা সেখানে রাস্তায় প্রতিবাদী পথচিত্র অঙ্কনে অংশ নেন।

দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র থেকে 'সংগ্রামী সাধারণ ছাত্র জনতার' ব্যানারে শোক শোভাযাত্রা বের করেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করে।

ফিশারিজ বায়োলজি ও জেনেটিকস বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ও ছাত্রলীগের নেতা সায়াদকে গত ৩১ মার্চ আশরাফুল হক হলের একটি কক্ষে নিয়ে নির্মমভাবে পেটান ছাত্রলীগের কয়েকজন। ১ এপ্রিল তিনি মারা যান।

● ছবি : পৃষ্ঠা-১৭